প্রতারণার ফাঁদ খুলে বসেছে বামন্দীর সাজ জুয়েলার্স

প্রতারণার ফাঁদ খুলে বসেছে মেহেরপুর গাংনী উপজেলার বামন্দীর সাজ জুয়েলার্স এর সত্ত্বাধিকারী মনিরুল ইসলাম মনি(৫০)।

বামন্দী এলাকার মিষ্টি ব্যবসায়ী আলী হোসেন জানান, আমার স্ত্রীর জন্য সাজ জুয়েলার্স থেকে ৯ হাজার টাকা দিয়ে আংটি বানিয়ে এক মাস যেতে না যেতেই ভেঙ্গে পড়ে যায়। পরবর্তীতে তার কাছে নিয়ে গেলে তিনি বলেন, কে এই আংটি বানিয়ে দিয়েছে যেখানে সোনার চাইতে খার বেশি।

চর গোয়াল গ্রামের এরশাদ আলী জানান, আমি একটি আংটি সাড়ে ৭ হাজার টাকা দিয়ে কিনে আমার এক নিকটাত্মীয়ের বিয়ের দাওয়াত খেয়ে আসি কিন্তু কিছুদিন পরেই আমার সেই আত্মীয়রা জানান আংটি একাই খুলে পড়ে গেছে। পরবর্তীতে সাজ জুয়েলার্সে নিয়ে আসলে মনিরুল ইসলাম জানান, এটি ঠিক করতে আরো ৫ হাজার টাকা খরচ হবে।

চর গোয়াল গ্রামের সাঈদ আহমেদ জানান, আমার বেটার বৌ এর জন্য আমি ৪৫ হাজার টাকার গহনা বানিয়েছি সাজ জুয়েলার্স থেকে, এখন গহনাগুলোর রং কালো হয়ে গেছে। নাম প্রকাশ করা যাবে না এমন শর্তে একজন জানান, মনিরুল ইসলাম দীর্ঘদিন দুই নম্বরি স্বর্ণের ব্যবসা করে আসছে। এক সময় দেখেছি শুধু হাত পা নিয়ে এসে একটি ছোট্ট স্বর্ণের দোকান খুলে বসে বর্তমানে সে দুই নম্বরি ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ সম্পদের মালিক হয়েছে।

সাজ জুয়েলার্স এর সত্ত্বাধিকারী মনিরুল ইসলাম(মনি) জানান, আমি যদি কাউকে নিম্নমানের স্বর্ণের গহনা দিয়ে থাকি তাহলে মেমো দেখিয়ে তার গহনা ভালো করে বুঝে নেবে। নিউজ করে আপনাদের লাভ কি, তাদের যদি মাথাব্যথা না হয় তাহলে আপনাদের মাথা ব্যথা কেন।

বামন্দী বাজার কমিটির সভাপতি (সাবেক চেয়ারম্যান) আব্দুল আওয়াল জানান, কেউ যদি আমাদের কাছে মৌখিক বা লিখিত অভিযোগ করে তাহলে দুপক্ষকে নিয়ে বসে একটি সমঝোতা করে দেয়া হবে।

গাংনী থানার ওসি মোঃ বজলুর রহমান জানান, এখন পর্যন্ত কেউ লিখিত অভিযোগ করেনি যদি অভিযোগ করে তাহলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

পুলিশ সদস্য আমাকে আকড়ে ধরে। পরে হ্যান্ডকাপ পরিয়ে একটি মাইক্রোবাসে তোলে।

এসময় আমার কাছে থাকা ৮৩ হাজার টাকা কেড়ে নেয় এসআই মকবুল। পরে একটি মাঠের ভিতর নিয়ে গিয়ে আর ওয়ান মোস্তফা আমাকে বলে ১০-১২ লাখ টাকা দিতে পারবি কিনা বল। তখন আমি বলি আমার কাছে ৮৩ হাজার টাকা ছিল সেটা মকবুল স্যার নিয়ে নিয়েছে। আমার কাছে আর টাকা নেই।

পরে রাত সাড়ে ১০ টার দিকে আমাকে থানায় হস্তান্তর করে। আমার সাথে আরও দুইজন আসামী ছিল। পর দিন আমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে আমার বড় ভাই মুন্নাতের কাছ থেকে ৫ লাখ টাকা নেয় আর ওয়ান মোস্তফা। তারপরও আমাকে অস্ত্র ও গাজাঁ মামলায় চালান করা হয়।

দীর্ঘদিন কারাভোগের পর সু বিচার পাওয়অর জন্য ২০১৯ সালের ১৬ এপ্রিল বাংলাদেশ মানবাধিকারের মাধ্যমে মামলার কাগজপত্রাদি সহ প্রশাসনিক উচ্চ মহলে আবেদন করি। একই বছর ৮ জুলাই মেহেরপুর আদালতে একটি সি আর মামলা দায়ের করি। যার নাম্বার ২০৭/১৯।

বর্তমানে মামলাটি মেহেরপুর সিআইডির তদন্তাধীন আছে। আমার সিআর মামলার আসামীরা একই বছর ২ ডিসেম্বর আমার নামে পুনরায় জি আর মামলা দায়ের করেন।

এরপর বিভিন্ন কায়দায় আমার নাম ফাইনাল চার্জশিটে যোগ করে দেয়। এমতাবস্তায় মেহেরপুর জি আর ৩১৮/১৮, ৩১৯/১৯ ও ২৭৩/১৯ মিথ্যা মামলা থেকে অব্যহতি পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করছি।

গাংনীর সাহারবাটি ইউনিয়নে গোলাম ফারুকের পথসভা ও গণসংযোগ

গাংনীর সাহারবাটি ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডে পথ সভা ও গণসংযোগ করেছেন ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক।

রবিবার দুপুরে ধর্মচাকী গ্রামের ৪ নং ওয়ার্ড এর ইউপি সদস্য মোঃ নিজাম উদ্দিন ও স্থানীয় আওয়ামীলীগ নের্তৃবৃন্দকে নিয়ে বিভিন্ন পাড়া মহল্লায় মানুষের কাছে গিয়ে পথসভা ও গণ সংযোগ করেন।

গণসংযোগকালে গোলাম ফারুক বলেন, দীর্ঘদিনের পিছিয়ে থাকা সাহারবাটি ইউনিয়নকে উন্নত ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে তুলতে আওয়ামীলীগ মনোনীত হয়ে নির্বাচিত হয়েছিলাম।

নির্বাচনে জয়লাভ করে দায়িত্বভার গ্রহনের পর বর্তমান সরকারের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখেছি। সাহারবাটি ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামে ও পাড়া মহল্লায় কালভার্ট, হাটবাজার উন্নয়ন, রাস্তাঘাট পাকা করন, মসজিদ মাদ্রাসা, কবরস্থানসহ বিভিন্ন জনবসতি এলাকায় সোলারবাতি স্থাপন করা হয়েছে।

সেই সাথে করোনা কালীণ মুহুর্তে কর্মহীন হয়েপড়া মানুষেল দ্বারেদ্বারে খাবার পৌছে দেয়া হয়েছে। একই সাথে শীতবস্ত্র বিতরন করা হয়েছে ।

ইউনিয়নের প্রতিটি নাগরিক স্বাস্থ্য সেবা আইনগত সেবাসহ নানা সেবা নিয়ে সন্তুুষ্টি প্রকাশ করছেন বলে জানান, চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক।

পথসভ শেষে স্থানীয়দের সাথে কলাপাতায় মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করে গ্রামবাসীরা।

মেহেরপুরে মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাই শুরু

মেহেরপুর জেলায় ৩৬৭ জন মুক্তিযোদ্ধাদের সনদ পুনরায় যাচাই বাছাই করা হচ্ছে।

শনিবার প্রথম দিনে জেলায় ১৩২ জন মুক্তিযোদ্ধাদের যাচাই বাছাই সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ৫০ জন, মুজিবনগর উপজেলায় ৫৭ জন ও গাংনী উপজেলায় ২৫ জন।

আগামী ১ ও ২ ফেব্রুয়ারি বাকি মুক্তিযোদ্ধাদের যাচাই বাছাই করা হবে। মেহেরপুর সদরে যাচাই বাছাই কমিটিতে ছিলেন সভাপতি হিসেবে মুক্তিযোদ্ধা হুময়ুন কবির আরজু, সদস্য সচিব হিসেবে ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম, সদস্য মুক্তিযোদ্ধা জিল্লুর রহমান ও মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার হোসেন।

গাংনীতে সভাপতি হিসেবে ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা ড. আশরাফুল ইসলাম, সদস্য সচিব উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাজনেওয়াজ, সদস্য মুক্তিযোদ্ধা তাহাজ উদ্দিন ও মুক্তিযোদ্ধা মুনতাজ উদ্দিন।

মুজিবনগরে ছিলেন, সভাপতি হিসেবে মুক্তিযোদ্ধা লুৎফর রহমান, সদস্য সচিব উপজেলাস নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার, সদস্য মুক্তিযোদ্ধা হারান ফকির ও মুক্তিযোদ্ধা বরকত আলী।
উল্লেখ্য, জামুকার প্রতিষ্ঠার পর থেকে ভারতীয় তালিকা বা লাল মুক্তিবার্তায় (চুড়ান্ত লাল বই) বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নাম অন্তর্ভুক্ত থাকার পরও এবং জামুকার সুপারিশ ছাড়া যাঁদের নাম ‘বেসামরিক গেজেটে’ প্রকাশিত হয়েছে, তাঁরা প্রকৃত বীর মুক্তিযোদ্ধা কি না, তার যথার্থতা নির্ধারণের জন্য যাচাই-বাছাইয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধাকে যেসব তথ্য দিতে হবে- পিতা-মাতাসহ নিজের নাম, বেসামরিক গেজেট নম্বর, জন্ম তারিখ, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ এর সময়-কাল, মুক্তিযুদ্ধের আগের ভূমিকা প্রশিক্ষণ গ্রহণের স্থান, অস্ত্র পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য, কোন কোন জায়গায় সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, যুদ্ধকালীন কমান্ডারদের নাম, সেকশন কোম্পানি প্লাটুন কমান্ডার কে ছিলেন, কোথায় কি ধরনের অস্ত্র সমর্পণ করেছেন, সেক্টর কমান্ডারের নাম, ভারতে ট্রেনিংরত অবস্থায় দেশ স্বাধীন হলে পরবর্তী ভূমিকা কি ছিল, ভারতীয় তালিকা লাল মুক্তিবার্তায় নাম রয়েছে এমন তিনজন মুক্তিযোদ্ধার প্রত্যায়ন।

□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ Cakes o’ Clock □□ “□□□ □□□□□□□ □□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ #□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□

□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□-□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□, □□□□□□□□□ □□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ #□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ Cakes o’ Clock □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ (□□□□□), □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□, □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□, □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□, □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ Cakes o’clock □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ (□□□□□) □□□□, Cakes o’clock □□□□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ #□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□

□□□□ □□□□ □□□□□, □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ Cakes o’clock□

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ Cakes o’ Clock □□ □□□□ □□□□□□□□

[redacted]

[redacted]

যাত্রাপালা সহযোগীতায় ছিলেন সাবেক মেম্বার নিয়ামত আলী, বর্তমান মেম্বার সাহাবুদ্দীন আহমেদ, বাওট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দপ্তরি কাম নাইটগার্ড মনিরুজ্জামান মনি, কুমারীডাঙ্গা ক্যাম্পের এএসআই আসাদুজ্জামান, রবিউল ইসলাম, ময়নাল হক, জাহাঙ্গীর আলম, বাবলু, রাজ্জাক প্রমুখ।

গাংনীর কাজীপুরে ইসলামী ব্যাংকের উদ্যেগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

গাংনীর কাজীপুরের গোলাম বাজারে ইসলামী ব্যাংক এজেন্ট শাখার উদ্যেগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শ্রক্রবার কাজীপুর গোলাম বাজারে দিন ব্যপি ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প চলমান থাকবে। এখানে মেয়ে ও পুরুষদের আলাদা আলাদা সিরিয়ালে রোগ নির্ণয় রকার্যক্রম চলছে।

স্থানীয় বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম রহমান জানান, এই কাজীপুর এলাকাটি প্রত্যান্ত এলাকা এই এলাকায় ইসলামী ব্যাংক টি করে আমাদের গ্রামের মানুষকে আর ১০ কিলো দুরে যেতে হয় না। সুযোগ সুবিধাও অনেক সুন্দর। তার সাথে আজকে যে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প দিয়েছে তা আমাদের এলাকার অনেক গরীব দুঃখি মানুষ চিকিৎসা নিতে পারছেন। ধন্যবাদ জানায় এজেন্ট ব্যাংকেল মালিক পলাশ ভাই কে।

এ বিষয়ে ইসলামী ব্যাংক কাজীপুর এজেন্ট শাখার মালিক সাজ্জাদ হুছাইন পলাশ জানান, আমরা ইসলামী ব্যাংক সেবার পাশাপাশি সামাজিক ভাবে মানুষের পাশে দাড়ানোর লক্ষ্যে আজকের ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প। আজকে এখানে ৩ জন মেডিসিন ডাক্তারসহ ২২ জন নার্স আছেন এখানে প্রাথমিক ভাবে ডাইবেটিজ পরিক্ষা প্রেশার পরিক্ষা করা হচ্ছে। এবং তাদের প্রথমিক ভাবে বিনামুল্যে ঔষধ দিচ্ছি।

এখানে আজকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটালের একটি সংগঠন

সলিউশন ফর হেলথ এন্ড স্যানিটাইজেশন এর সৌজনে আজকে এত বড় মেডিকেল ক্যাম্প। তাই ধন্যবাদ জানায় আজকের এই সংগঠনের চেয়ারম্যান ফারজানা ইয়াসমিন মৃদুলা কে।

গাংনীতে কটন কানেক্ট ও প্রাইমার্ক প্রতিনিধিদলের তুলা ক্ষেত পরিদর্শন

গাংনীতে কটন কানেক্ট ও প্রাইমার্ক প্রতিনিধিদল সরেজমিনে তুলা ক্ষেত পরিদর্শন ও নিরীক্ষা করেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯ টার সময় ভাটপাড়া গ্রামের মাঠে কটন কানেক্ট-এর কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ মো: হারুনর রশীদ-এর নেতৃত্বে তুলা চাষীদের সাথে মত বিনিময় ও পরে মাঠ ঘুরে ঘুরে তুলা ক্ষেত পরিদর্শন করেন। একইভাবে শানঘাট গ্রামে মহিলা চাষীদের নিয়ে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য তুলে ধরে উঠান বৈঠক করেন।

এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রাইমার্কের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ মো: ইসমাইল হোসেন। সফর সঙ্গী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রাইমার্কের ১০ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল। উপজেলার কসবা ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের হলরুমে চাষীদের সাথে তুলা জমি প্রস্তুত, চাষ, পরিচর্যা, সার ব্যবস্থাপনা, কীটনাশক ব্যবস্থাপনা, তুলা উত্তোলন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া বিষয়ক মতবিনিময় করেন। টিএমএসএস আইসিটি ডোমেইন এর বাস্তবায়ন, প্রাইমার্ক সাসটেইনেবল প্রজেক্ট এর অর্থায়নে এই তুলা ক্ষেত পরিদর্শনের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে টিএমএসএস’র চুয়াডাঙ্গার প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর সোহাগ মোল্লার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রাইমার্কের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ মো: ইসমাইল হোসেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সিসিডিও কৃষিবিদ সেন দেবাশিষ, কটন উন্নয়ন অফিসার

রাকিবুল ইসলাম সরকার, ধানখোলা কটন ইউনিট অফিসার এরশাদুল হক, ফিল্ড এক্সিকিউটিভ (এফ,ই) মঈনুল ইসলাম কাজল, মো. সোহানুর রহমান, আল আমিন রাকিব প্রমুখ। এ সময় ভাটপাড়া কসবা গ্রামের ৪০ জন তুলা চাষী উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থকরী ফসল হিসেবে তুলা চাষে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। আপনাদের কষ্টার্জিত অর্থে উৎপাদিত বীজতুলার দাম বৃদ্ধি করতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। চাষীরা ভাল তুলা উৎপাদন করলে আমাদের সার্বিক সহযোগিতা থাকবে।

অনুষ্ঠানে তুলা চাষীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, কসবা গ্রামের মুকুল হোসেন, কাউছার আলী, আব্দুল ওহাবসহ বেশ কয়েকজন। চাষীরা বলেন, তুলাবীজের মান উন্নত ও দাম কমাতে হবে। যথাসময়ে তুলা ক্রয় ও তুলার বাজার মূল্য বৃদ্ধি করলে আমাদের জন্য ভাল হয়।

গাংনীর তেঁতুলবাড়ীয়াতে গৃহবধূর আত্মহত্যা

গাংনীর তেঁতুলবাড়ীয়াতে কল্পনা খাতুন (৩০) নামের এক গৃহবধূ আত্মহত্যা করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টার সময় উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের করমদি পশ্চিমপাড়ায় তার নিজ বাড়িতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে সে।

সে ঐ এলাকার সুজন আলীর স্ত্রী। স্থানীয়রা জানান, মানসিক অসুস্থাজনিত কারণে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটতে পারে। তবে পরিবারের একটি সূত্র জানিয়েছে পারিবারিক কলহের জের ধরে কল্পনা খাতুন আত্মহত্যা করেছে।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান আত্মহত্যার ঘটনা শুনে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিষয়টা খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।